বিনোদন সংবাদ

জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনী দেখছে দর্শক

দৃকের জন্মদিন পালন

৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো দৃকের ১৩তম জন্মদিন পালন অনুষ্ঠান। জন্মদিনের কেক কাটেন আযাহারুল ইসলাম, আবদুল লতিফ ও মতিয়ার রহমান। কেক কাটা পর্ব শেষে তারা বলেন, 'দৃকের 'ছবি মেলার' মতো আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রশংসনীয়। দৃক এ প্রশংসার দাবিদার শুধু প্রদর্শনীর জন্য নয় দেশে আলোকচিত্রে প্রশিক্ষিত আলোকচিত্রী গড়ে তোলার জন্যও'। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর দৃক পরিবার পর্দায় উপস্থাপন করে তাদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এরপর উদ্বোধন করা হয় জন্মদিন উপলক্ষে আলোকচিত্রের প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ৭৫টির মতো ছবি। প্রদর্শনীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মুক্ত চোখ (পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের), আউট অফ ফোকাসসহ অন্যান্য। প্রদর্শনী চলবে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর 'ফটোগ্রাফির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে' দৃক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে চলছে দৃকের তিনটি ফটোগ্রাফি কোর্স। ব্যাসিক কোর্স (দেড় মাস), ডিপ্লোমা (এক বছর), গ্র্যাজুয়েশন (দু'বছর)। যাত্রার শুরুর পর থেকে দৃক বেশ কিছু প্রদর্শনীর আয়োজন করে যা প্রশংসিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ছবি মেলা', 'স্বাধীনতা তোমাকে দেখি'সহ বেশ কিছু।

প্যাকেজ সংশ্লিষ্টদের দাবি

৭ সেপ্টেম্বর সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো প্যাকেজ ফোরামের উদ্যোগে নির্মাতা, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার ও অভিনেতা মামুনুর রশীদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুস্তফা মনোয়ার। সমাবেশে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বাদল রহমান। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, প্যাকেজ অনুষ্ঠানে নানাবিধ অনিয়মের কারণে নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান জট বেঁধেছে। এর মধ্যে জট কাটাতে অনুষ্ঠানের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। এই সময় অনুষ্ঠানের জট নিরসনের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়াও চলছে নানা অনিয়ম। যার দ্রুত অবসান প্রয়োজন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ টেলিভিশন প্যাকেজ শিল্পে বিরাজমান অনিয়ম ও বিশৃংখলার অবসানে চার দফা দাবি জানান। এই দাবির মধ্যে রয়েছে সরাসরি প্যাকেজ অনুষ্ঠান ক্রয় এবং এ জন্য কমপক্ষে ১০ কোটি টাকার তহবিল গঠন, প্রিভিউ কমিটি গঠন করে প্যাকেজ ফোরামের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা, টেলিভিশন শিল্পীদের কালো তালিকাভুক্তি প্রথার চিরতরে অবসান ঘটানো এবং জট বেঁধে থাকা সব অনুষ্ঠান দ্রুত সম্প্রচার করার দাবি। সমাবেশে বক্তৃতা দেন নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী যাকের, রামেন্দু মজুমদার, আসাদুজ্জামান নূর, সুবর্ণা মুস্তাফা প্রমুখ।

ডি জোনের আড্ডা

৩০ আগস্ট, রাত ৯টায় ডি জোন শুরু করলো তার শুভযাত্রা। এ উপলক্ষে ডি জোনের অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় একটি আড্ডার। আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক, ও কলাকুশলী এছাড়াও বেশ কিছু ফ্যাশন হাউজের কর্ণধার ও প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আনুষ্ঠানিকভাবে ডি জোনের উদ্বোধন ঘোষণাসহ শুভেচ্ছা জানান ডিজাইনার শাহরুখ শহীদ, পাক্ষিক আনন্দভুবন পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল খোরশেদ, অঞ্জনসের কর্ণধার শাহিন আহমেদ, কে ক্র্যাফটের কর্ণধার খালিদ মাহমুদ খান প্রমুখ।

গুপী গাইন বাঘা বাইন নাটকের একটি দৃশ্য

নতুন নাটক

৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে মহিলা সমিতিতে মঞ্চায়ন হলো 'গোলমাথা চোখামাথা'। নাগরিক নাট্যাঙ্গনের এই নতুন নাটকটি বের্টল্ট ব্রেশটের 'দ্য রাউন্ড হেডস্ অ্যান্ড পিক হেডস্'-এর অনুবাদ। 'গোলমাথা চোখামাথা' নাটকটির ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক আব্দুস সেলিম এবং নির্দেশনা দিয়েছেন ডঃ ইস্রাফিল শাহীন। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন মাহমুদুল ইসলাম সেলিম, হৃদি হক, গিয়াস বাবু, ইমরান হুমায়ূন খান প্রমুখ।

মঞ্চে গুপী গাইন বাঘা বাইন

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ ব্যাপক ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক, গবেষণার মধ্যদিয়ে নিয়ে এসেছে নতুন নাটক গুপী গাইন বাঘা বাইন। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর বিখ্যাত এই গল্পের নাট্যরূপে দেন অনিল দে। নাটকটিকে মঞ্চে নিয়ে আসার উপযোগী করে সঙ্গীত, আলো, নির্দেশনাসহ গবেষণার কাজটি করেন বিভাগীয় শিক্ষক ও নির্দেশক ইউসুফ হাসান অর্ক। এই তরুণ গবেষক ইতিমধ্যেই মঞ্চ ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় নির্দেশনার সাফল্যের কারণে ব্যাপক আলোচিত। প্রচলিত মঞ্চ নাটকের ধারণাকে ভেঙ্গে তিনি নতুন এক ফর্ম দাঁড় করান। নাটকে কাহিনীর সহজতাই বিধৃত হয়েছে নাট্যকৌশলে, নির্মাণের ক্ষেত্রে। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় গ্রামের সহজ-সরল দুই তরুণ গুপী আর বাঘা, শিল্প সাধনার ব্রতী হবার কারণে দু'জনেই ঘরছাড়া, গ্রাম ছাড়া। গহিন অরণ্যে তাদের সাক্ষাৎ। তাদের সঙ্গীত মুগ্ধতায় ভূত পেত্নী এসে খুশি হয়ে তাদের বর দেয়। সেখান থেকে আসে নতুন রাজ্যে। শুন্ডি রাজা আর হালদা রাজা তারা দুই ভাই। কিন্তু তাদের কোতোয়াল আর মন্ত্রীরা তাদের চাটুকারিতায় অন্ধ করে রাখে। প্রকৃত সত্য বুঝতে দেয় না। তারা যুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু গুপী আর বাঘা বলে না যুদ্ধে মুক্তি নেই। এগিয়ে যায় নাটকের কাহিনী। ইতিপূর্বে এই নাটকের কাহিনী নিয়ে বিখ্যাত চলচিচত্রকার সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। আজকের বাংলাদেশের সামাজিক বা শৈল্পিক চিন্তার প্রেক্ষাপটে এই নাটকের প্রয়োজনীয়তা বা গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে জানতে চাইলে নির্দেশক ইউসুফ হাসান অর্ক বলেন, 'বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে প্রাকৃতিক সহজতার মধ্যেই মুক্তির সূত্র নিহিত। মূলত এ কারণেই রূপকথার রঙ ও সহজিয়া ভঙ্গিকে তুলে ধরবার প্রয়াসে এই নাটক।'

রুহুল তাপস, জব্বার হোসেন